ফেডারেশন বার্তা

"নিখিল ভারত বাঙালি বৌদ্ধ সংগঠন"-এর ত্রৈমাসিক মুখপত্র

(A Quarterly Bulletin of "All India Federation of Bengali Buddhists")

বর্ষ ১৩, সংখ্যা ৪৯ ❍ অপ্পমাদ অমতং পদং, পমাদো মচ্চুনো পদং ❍ Website : www.aifbb.org ❍ মে : ২০২৩/২৫৬৭—বুদ্ধাব্দ

আমাদের কথা

কিছু টুকরো কথা

বই মেলা শুরু হোলো। যেন একটা উৎসবের সুত্রপাত হোলো। উৎসব চলছে লাগাতর। প্রথমে দূর্গাপূজো সমাপ্ত হোলো, তারপর শুরু হোলো ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল, এরপর হোলো লিটল ম্যাগ ফেয়ার, এবার বই মেলা। অবশ্য ইতিমধ্যে আরো কত উৎসব যে ঘটে গেছে! সেগুলো হোলো সংগীত মেলা, হস্তশিল্প মেলা, ট্যুরিজম ফেয়ার, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেড ফেয়ার, আরো কত কি। এইসবের মধ্যে বই মেলার ইজ্জত যেন একটু বেশী। কারন এর সঙ্গে "ইন্টেলেকচুয়াল" ব্যপারটা জড়িয়ে রয়েছে। যারা এর সাথে জড়িয়ে থাকে তাদের আবার কেউ কেউ বুদ্ধিজীবীও বলে থাকে। সেইজন্যেই কবিতা লেখা যার অভ্যেস সেও নিজেকে বড় কবি বা তার সমতুল মনে করে অথবা নিদেনপক্ষে নিজেকে অন্যদের থেকে একটু আলাদা, একটু অন্য রকম ভাবে। এমনটাই হয়।

বই-মেলার জনসমুদ্রের মাঝে চেনা দু একজনের সাথে দেখা হয়ে যাওয়াটা অসম্ভব কিছু নয়। বরং ভালোই লাগে। দু-এক জন তরুন ভিক্ষুর সাথেও দেখা হয়ে যেতে পারে। তাদের কেউবা কয়েকটা বিশেষ বইয়ের সন্ধানে মেলায় এসেছেন। ঘুরে ঘুরে দেখছেন। এই আনন্দ উৎসবের মাঝে হঠাৎ ছন্দ পতন হোলো। ভীড়ের মাঝে দুজন বৌদ্ধ ভিক্ষুকে দেখা গেল আইসক্রীম খেতে খেতে হাঁটছেন। আইসক্রীম খাওয়াটা এমন কিছু অন্যায় ব্যাপার নয়, কিন্তু তবু কোথাও যেন তাল কেটে গেলো। ভিক্ষুদের আইসক্রীম খাওয়া নিষেধও নয় এতে অপরাধও হয়না। তবু খটকা লাগলো কেন?

২৫৬৭'তম 'বুদ্ধ জয়ন্তী' উপলক্ষ্যে ফেডারেশনের পক্ষ থেকে সকলকে জানাই আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা।

ইতিমধ্যে একদিন মধ্য কলকাতার এক নামী রেস্টুরেন্টে দুইজন বৌদ্ধভিক্ষুকে দেখা গেলো আহার করতে। রেস্টুরেন্টে আহার করাটাও এমন কিছু গর্হিত ব্যাপার নয়। কিন্তু তবু তাল কেটে গেলো। কেন কেটে গেলো? কারন তখন ঘড়ির কাঁটা বারোটার ঘর ছাড়িয়ে গেছে। আমরা সবাই জানি থেরোবাদী বৌদ্ধ ভিক্ষুরা বেলা বারোটার মধ্যে তাদের মধ্যহ্নের আহার সেরে ফেলেন। এই দুই ক্ষেত্রেই ঘড়ির কাঁটা বারোটার ঘর পেড়িয়ে গিয়েছিলো। একটা শীল ভেঙ্গে গিয়েছিলে।

বেশ কয়েক বছর আগের কথা। নিখিল ভারত বাঙালী বৌদ্ধ সংগঠনের একটা সভা চলছিল। সেই সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে সংগঠনের সভাপতি ড. ব্রহ্মান্ড প্রতাপ বড়ুয়া মহাশয় বললেন "আমাদের বৌদ্ধ ভিক্ষুদের যে দশশীল পালনের কথা বলা হয় তার মধ্যে একটি শীলের পরিবর্তন আনাটা

দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় দেখুন

বাবাসাহেব ড. বি. আর. আম্বেদকরের ১৩২তম জন্মজয়ন্তী উদ্‌যাপন

All India Federation of Bengali Buddhists এর উদ্যোগে নানাবিধ কার্যক্রমের মাধ্যমে উদ্‌যাপিত হলো বাবাসাহেব ড. ভীমরাও রামাজী আম্বেদকরের ১৩২তম জন্মজয়ন্তী। এই উপলক্ষ্যে বিগত ১৪ই এপ্রিল ২০২৩ কলকাতা ময়দানস্থ বাবাসাহেবের প্রতিকৃতিতে সকাল ৯.৩০ টায় পুষ্পার্ঘ্য দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন ফেডারেশনের সহ-সভাপতি শ্রী অনাদি রঞ্জন বড়ুয়া মহাশয়। উক্ত অনুষ্ঠানে সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক, সম্পাদকদ্বয় যথাক্রমে শ্রীসত্যজিৎ বড়ুয়া, শ্রী নবারুন বড়ুয়া, সহ-সম্পাদক শ্রী দিলীপ সিংহ সহ অন্যান্য সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। এই উপলক্ষ্যে বাবাসাহেবের মূর্তির সম্মুখে ফেডারেশনের বুকস্টলে উৎসাহী মানুষের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।

উক্ত দিন অপরাহ্নে ফেডারেশনের চার সদস্যর এক প্রতিনিধিদল দক্ষিণ ২৪-পরগণা জেলার ডায়মন্ডহারবার মহকুমা অন্তর্গত উস্তি অঞ্চলের প্রত্যন্ত এলাকা মহিষামুরি গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয় 'মহিষামুরি বুদ্ধ অভিতাভ বিদ্যানিকেতন"-এর ৭০-জন ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে স্কুল ব্যাগ এবং শিক্ষাসামগ্রী তুলে দেয়। স্কুলে আয়োজিত বাবাসাহেবের স্মরণ অনুষ্ঠানে ফেডারেশনের প্রতিনিধিরা বক্তব্যর মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের বাবাসাহেবের জীবনাদর্শর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

বিগত ১৬ই এপ্রিল ২০২৩ ফেডারেশনের উদ্যোগে মধ্য কলকাতার ঐতিহাসিক 'ভারতসভা হল'-এ আম্বেদকর জয়ন্তী অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। দুইটি পর্বের অনুষ্ঠানের সকাল বেলায় "আম্বেদকর স্মারক বক্তৃতা" এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়। এবারের স্মারকবক্তা ছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের 'আন্তর্জাতিক সম্পর্ক' বিভাগের পূর্বতন অধ্যাপক তথা আম্বেদকর বিশেষজ্ঞ ড. দেবী চ্যাটার্জী। তাঁর বক্তৃতায় ড. চ্যাটার্জী ভারতীয় সমাজে অস্পৃশ্যতা দূরীকরণে বাবা সাহবের জীবনব্যাপী সংগ্রাম এবং বুদ্ধের ধর্ম গ্রহনের সিদ্ধান্ত তথা তাঁর সহযোগিদের এই ধর্মগ্রহনের মাধ্যমে সামাজিক উত্তোরণ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। আলোচনাটি উপস্থিত সুধীগণের দ্বারা উচ্চপ্রশংসিত হয়। অতঃপর ফেডারেশনের সদস্যবৃন্দ সমবেত সংগীত, আবৃত্তি এবং শ্রুতিনাটক পরিবেশনের মাধ্যমে এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপস্থাপন করেন।

মধ্যাহ্ন বিরতির পর শুরু হয় 'মঘ' উপজাতি বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের

দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় দেখুন

আমাদের কথা ১ম পাতার পর

বর্তমানে অত্যন্ত জরুরী হয়ে পরেছে। বিকাল ভোজন বলতে প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী বেলা বারোটার সময়-সীমা ধরা হয়। সেই নিয়মের আংশিক সংশোধন করা জরুরী হয়ে পরেছে। বর্তমান ভিক্ষু সমাজকে বিদ্যাচর্চা করতে শিক্ষায়তনে গমন করতে হয়। সেই কারনেই এই শীলটি ঠিকঠাক পালন করতে তাদের ভয়ানক অসুবিধা হয়। তাছাড়া যাহারা কর্মী ভিক্ষু, সমাজ সংগঠনের কাজে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভাবে তাদের ব্যস্ত থাকতে হয়। দুপুর বারোটার মধ্যে দ্বিপ্রাহরিক আহার সমাপনে তাই তাদের অনেক অসুবিধা হয়। ঠিকঠাক শীল রক্ষা করাটা সব সময়ে সম্ভব হয়না।" একজন সমাজ সংগঠক হিসেবে ব্রহ্মান্ড বাবু এই বাস্তব সমস্যাটি লক্ষ্য করেছেন। ভিক্ষুদের অনেককেই শীল ভঙ্গের কারনে কষ্ট পেতেও দেখেছেন। তাই প্রবীন ভিক্ষু সমাজের কাছে প্রশ্ন রেখেছেন দুপুর বারোটার বদলে একটা কে মধ্যাহ্ন ভোজনের সময় নির্ধারন করা যায় কিনা ভাবিয়া দেখিতে। ব্রহ্মান্ড বাবু যখন বক্তব্য রাখছিলেন সেইসময় সেই সভায় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যলয়ের অধ্যাপক ভদন্ত জ্ঞানরত্ন ভিক্ষুও উপস্থিত ছিলেন। প্রস্তাবটির বাস্তবতা সম্বন্ধে তিনিও স্বীকার করে নেন। বিষয়টির দিকে প্রাজ্ঞজনের দৃষ্টি আকর্ষন করছি। তাহাদের সুচিন্তিত মতামত জানাটা বেশ জরুরী।সম্প্রতি কোন এক গৃহস্থের বাড়িতে সঙ্ঘদানের অনুষ্ঠানে জনৈক প্রাজ্ঞ ভিক্ষু এই প্রসঙ্গে বলেন যে ভিক্ষুদের এই সমস্যাটি সাধারণ গৃহী মানুষেরা উপলব্ধি করিতে সম্পূর্ন অপারগ। কারন কোন কারন বশতঃ কোন ভিক্ষুর প্রাতঃরাশ করিতে বিলম্ব হইলে সেই ভিক্ষুর দ্বিপ্রাহরিক আহার গ্রহণ যে কি পরিমান বিষময় হইয়া ওঠে তাহা ভিক্ষু ব্যতীত অন্য কারো পক্ষে অনুভব করা সম্ভব নয়। কারন বারোটার সময় তাহার দ্বিপ্রাহরিক আহার গ্রহণ করিতেই হইবে, ক্ষুদা থাকুক বা না-থাকুক। এই বিষয়ে থেরোবাদী অন্যন্য দেশগুলিতে কিরূপ রীতীর প্রচলন সে বিষয়ে আমার কোন ধারনা নেই। এই ব্যপারে কোনো সুহৃদ ব্যক্তি দিক নির্দেশ করতে পারলে ভালো হয়। তবে পশ্চিম বাংলার পরিপ্রেক্ষিতে বিষয়টি যুক্তি গ্রাহ্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। এই বিষয়ে আলোচনা প্রয়োজন।

পশ্চিম বাংলায় কোনো কোনো বাঙালী বৌদ্ধ বিবাহ অনুষ্ঠানে দেখা যায় যে বিবাহ মন্ডপে নব-দম্পতিকে আশীর্বাদ প্রদান করিবার জন্য ভিক্ষুরা উপস্থিত হইয়া থাকেন। বিবাহ বাড়িতে সকলেই আনন্দ উৎসবে ব্যস্ত থাকে। এই কারণে প্রায়শঃই ভিক্ষুদের বিবাহ মন্ডপে একাকী বসিয়া থাকিতে দেখা যায়। তাহাদেরকে সঙ্গ দিবার জন্যও কখনো কখনো কাউকে পাওয়া যায়না। অনেক ক্ষেত্রে বহু সময় ধরিয়া ভিক্ষুদের অপেক্ষা করিতে হয়। এই অপেক্ষার সময়সীমা কোনো কোনো ক্ষেত্রে ঘন্টার ঘর অতিক্রম করিয়া যায়। ইহা অত্যন্ত বিষদৃশ্য এবং ভিক্ষুদের নিকট সম্মান হানিকরও বটে। মূল বিবাহ অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন একজন। গৃহী মন্ত্রদাতা। বিবাহ অনুষ্ঠানে ভিক্ষুদের কাজ পাত্র-পাত্রীকে আশীর্বাদ প্রদান করা। এই আশীর্বাদ প্রদানের কাজটুকু যদি নিকটস্থ বিহারে গিয়ে পালন করা হয় তাহা হইলে অনুষ্ঠানের গুরুত্ব বজায় থাকে। ভিক্ষুদের অযথা বিড়ম্বনায় পরিতে হয়না।

"নিখিল ভারত বাঙালি বৌদ্ধ সংগঠন"-এর পক্ষ থেকে সকলের কাছে আমাদের আন্তরিক আবেদন পত্রিকার প্রকাশনা ফান্ডে অনুদান দিয়ে সাহায্য করুন।

A/C Name :
All India Federation of Bengali Buddhists
A/c No. : 1209590472
IFSC Code : CBIN0281055
Bank Name : Central Bank of India
Branch Name : Entally

বৌদ্ধদের সমাজ-জীবনে গৃহী ও শ্রামনের এই দুইটি মূল ধারা সমভাবে প্রবাহমান এবং ইহারা পরস্পরের পরিপূরকও বটে। এযাবৎকাল দুই ধারার মানুষেরা পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মানের ভার প্রদর্শন করিয়া আসিয়াছেন। ইদানীংকালে তাহাদের এই পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সম্মানের ভারে কিছুটা খামতি দেখা যাচ্ছে। জীবন-যাত্রার বিচারে গৃহী জীবন অপেক্ষা শ্রামন্য জীবন অনেক বেশী সম্মানের। কারন গৃহী জীবনে যখন মানুষকে পাঁচটা শীল পালন করতে হয় সেখানে শ্রামন্য জীবনে আরো পাঁচটা বেশী অর্থাৎ মোট দশটা শীল পালন করতে হয়। সেই কারনে তারা সব সময় অধিক সম্মানের আধিকারী। বর্তমান সময়ে দেখা যাচ্ছে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গীর অনেক পরিবর্তন হয়ে গেছে। এখনকার মানুষ শ্রামনদেরকে সেই সম্মানটুকুও দিতে দেখা চায়না। দায়কেরা মনে করেন যে তাদের দেওয়া ফাংগ্রহন করা যেন ভিক্ষুদের একান্ত কর্তব্য। আবার একবার ফাং গ্রহণ করিলে তাহা মৃত্যু বা অনুরূপ কোনো জরুরী কারন বশতঃও পেছনো যাবেনা বলিয়া অনেকে জেদ করিয়া থাকেন। আবার এমনো শোনা যায় কোনো দায়কের ফাং-গ্রহন না করার কথা শুনে সেই দায়ক সেই ভিক্ষুকে প্রশ্ন করছেন যে তাহলে তিনি কেন ভিক্ষুত্ব গ্রহন করিয়াছেন? এই ধরনের মনোভাবের কারনে ভিক্ষু ও গৃহী দের সম্পর্কের ধীরে ধীরে আবনতি হইতেছে। এই বিষয়ে আমাদের সচেতন হওয়াটা খুব জরুরী।

'অত্তদীপ' সংস্থা সম্বর্ধিত করলো ড. ব্রহ্মান্ড প্রতাপ বড়ুয়া মহাশয়কে

বৌদ্ধ কৃষ্টি-কলা-সংস্কৃতির অন্যতম ধারক ও বাহক সাংস্কৃতিক সংস্থা 'অত্তদীপ' বিগত ১৩ই সেপ্টেম্বর ২০২২-এ কলকাতার আই.সি.সি.আর সভাকক্ষে ফেডারেশনের প্রধান অভিভাবক তথা পূর্বতন সভাপতি ড. ব্রহ্মান্ড প্রতাপ বড়ুয়া মহাশয়কে বিশেষভাবে সম্বধর্না জ্ঞাপন করলো। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন 'অত্তদীপ'-এর সভাপতি শ্রী গৌতম দে। এই উপলক্ষ্যে 'অত্তদীপ'-এর সম্পাদক শ্রীমতি মধুশ্রী চৌধুরীর পরিচালনায় একটি অনবদ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়। ফেডারেশরে কার্যকরী কমিটির অনেক সদস্য অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

বাবাসাহেব ড. বি. আর. আম্বেদকর ১ম পাতার পর

সাংবিধানিক অধিকার বিষয়ে বর্তমান পরিস্থিতির এক আত্মসমীক্ষা সভা। কলকাতা এবং সন্নিহিত জেলাসমূহ থেকে প্রায় ৮০ জন প্রতিনিধি এই সভায় যোগদান করেন। এই সম্প্রদায়ের মানুষরা বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থান করার জন্য নানাবিধ সামাজিক এবং ধর্মীয় প্রতিবন্ধকতার সম্মুক্ষীণ হচ্ছেন। আলোচনায় এই বিষয়গুলি বিভিন্ন বক্তার মাধ্যমে উপস্থাপিত হয়। এছাড়া সাংবিধানিক অধিকারে প্রাপ্ত সংরক্ষণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের বাধাবিপত্তির সম্পর্কেও আলোচিত হয় এবং এ সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সংস্থা হিসাবে All India Federation of Bengali Buddhists-এর ভূমিকা সম্পর্কে নানাপ্রকার প্রস্তাবও গৃহীত হয়। আলোচনান্তে স্থির হয় যে অভিজ্ঞ এবং নবীন সদস্যদের প্রতিনিধিত্বে একটি বিশেষজ্ঞ সাব-কমিটি গঠিত হবে এবং ভবিষ্যতের কর্মপন্থা নিয়ে তারা আলোচনার মাধ্যমে দিকনির্দেশনা প্রস্তাব করবেন। অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে জাতির ইতিহাস এবং সাংবিধানিক অধিকার বিষয় সম্বলিত দ্বিভাষিক এক পুস্তক "প্রসঙ্গ— পশ্চিমবঙ্গের মঘ উপজাতি সম্প্রদায়" প্রকাশিত হয়। এই আত্মসমীক্ষা সভা সার্বিকভাবে সফল বলা যায়।

"ভরতপুর : আড়ালে থাকা ইতিহাস"

কোলকাতার ব্যস্ত চলমান জীবন থেকে ১১ই ডিসেম্বর ২০২২ রবিবার এই দিনটিকে সঙ্গী করে আমরা ছ'জন মিলে বেরিয়ে পড়েছিলাম বর্ধমান জেলার বুদ্‌বুদের কাছে ভরতপুর গ্রামের উদ্দেশ্যে। সফর সঙ্গী ছিলেন 'অল্ ইন্ডিয়া ফেডারেশন অফ্ বেঙ্গলি বুদ্ধিস্ট'-এর সাধারণ সম্পাদক ডঃ সুজিত কুমার বড়ুয়া, অন্যতম সম্পাদকেরা শ্রীমতী কাজরী বড়ুয়া, শ্রী সত্যজিৎ বড়ুয়া, শ্রী সুপ্রিয় বড়ুয়া ও আমি শ্রী নবারুন বড়ুয়া। এবং সেদিনের যাত্রাসঙ্গী ছিলেন ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণের, কোলকাতা মন্ডলের প্রধান, মাননীয় ড. শুভ মজুমদার এবং ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণের অন্যান্য কর্মীবৃন্দ।

ভরতপুর যাবার পথে দেখছিলাম, পানাগড় রেলস্টেশনের দক্ষিন দিকে প্রায় চারমাইল দূরে, দামোদর নদের কাছেই ভরতপুর গ্রাম। ইতিহাসবিদ্‌রা মনে করেন বাংলায় বৌদ্ধধর্ম প্রবেশের আগে যে সভ্যতা ছিল তার কেন্দ্রভূমি ছিল রাঢ়বাংলা। এখানকার পাণ্ডুরাজার ঢিবি, মঙ্গলকোর্ট, সাঁওতালডিহি এবং ভরতপুর থেকে উদ্ধার হওয়া নানা প্রত্নসমাগ্রী সেই মতকেই প্রাধান্য দেয়। পরে বৌদ্ধধর্মের প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে, রাঢ়বাংলার সভ্যতা এই ভরতপুরের গ্রামের মানুষের জীবনযাপনের আচরণের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে। ভরতপুরে আবিষ্কৃত হওয়া বৌদ্ধস্তূপটিই আজ পর্যন্ত রাঢ় অঞ্চলে একমাত্র আবিষ্কৃত বৌদ্ধস্তুপ। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে সংরক্ষিত পুঁথিতে 'তুলাক্ষেত্র বর্ধমান স্তুপ' নামে এই ভরতপুর স্তুপের উল্লেখ পাওয়া যায়। ধ্বংসপ্রাপ্ত এই স্তুপের মধ্যে ভূমিস্পর্শমুদ্রায় বজ্রাসনে উপবিষ্ট সর্বসাকুল্যে এগারোটি বুদ্ধমূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে।

আমরা যখন ভরতপুরের স্তুপের কাছে পৌঁছলাম তখন সূর্যদেব স্ব-মহিমায় উত্তীর্ণ। সেখানে অপেক্ষারত ছিলেন শিক্ষক অনুপ বড়ুয়া এবং তার পরিবারের মানুষজন।

ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণের কোলকাতা মন্ডলের প্রধান ড. শুভ মজুমদার বলছিলেন, এই গ্রামে ১৯৭০-৭২ সালে ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণ ও বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌথ উদ্যোগে খননকার্য শুরু হয়েছিল। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের মুখপত্রে যে রচনা প্রকাশ হয়েছিল, তা থেকে জানা যায় এই সভ্যতা ও সংস্কৃতির নিদর্শনগুলো ১৫০০ অব্দের কাছাকাছি সময়ের। তিনি আরও বলেন, সেই স্তুপ সংলগ্ন এলাকা থেকেই সাম্প্রতিক উৎখননে পাওয়া গিয়েছে একটি কক্ষ বা ঘর। এখনও পর্যন্ত কক্ষটির দেওয়ালে পরপর ষোলটি ইটের স্তর পাওয়া গিয়েছে। এই দেওয়ালটি সম্ভবতঃ কক্ষটির একেবারে নীচের অংশ। এই কক্ষটির বাইরেও একটি প্রাচীরের নিদর্শন মিলেছে। ড. শুভ মজুমদার 'অল ইন্ডিয়া ফেডারেশন অব বেঙ্গলি বুদ্ধিস্ট্ এর সাধারণ সম্পাদক ডঃ সুজিত কুমার বড়ুয়া ও অন্যতম সম্পাদক নবারুণ বড়ুয়াকে বলেন, "আমরা আরও খনন করে কক্ষটি সম্পূর্ণ বার করে আনতে চাই, এবং পাশাপাশি আরও কয়েকটি ঘর ছিল কিনা তাও সন্ধান করতে চাই।" এই স্তুপটিও গুপ্ত পরবর্তীযুগের এবং হাজার বছরের পুরোনো বলেই অনুমান, ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণ ও তেমনটাই মনে করেন।

আলোচনা শেষে ভরতপুরের স্তুপটিকে দেখে অনুভব করছিলাম, আরও কত অজানা ইতিহাস ঘুমিয়ে আছে এই স্তুপের অন্তরালে।

দুপুর দু'টো নাগাদ আমরা রণডিহা বাঁধের পার্শ্ববর্তী একটি মাঠে, অশ্বত্থবৃক্ষের ছায়ায়, 'অল ইন্ডিয়া ফেডরেশনের' ব্যবস্থাপনায় দুপুরের খাওয়া শেষ করেছিলাম, শীতের আলতো মিঠে রোদ্দুর গায়ে মেখে। আমাদের সাথে বিনা দ্বিধায় দুপুরের অন্ন গ্রহণ করেছিলেন, ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণের কোলকাতা মন্ডলের প্রধান শুভ মজুমদার এবং অন্যান্য কর্মীবৃন্দ।

খননকার্য শুরু হবার পিছনে যে 'অল ইন্ডিয়া ফেডারেশনের অফ্ বেঙ্গলী বুদ্ধিষ্ট' এর অবদান কতটা কার্যকরী তা উনি ওনার ছোট্ট বক্তব্যের মাধ্যমে বারবার বলেছেন। বারবার আশা জুগিয়েছেন, ফেডারেশনের সম্পাদক নবারুণ বড়ুয়াকে, তরুণ প্রজন্মের প্রতিনিধি হিসেবে।

যখন ফিরে আসছিলাম তখন বিকেলের গোধূলি আভা ছড়িয়ে পড়েছে ভরতপুর স্তুপের দেওয়ালে। মনে পড়ছিল পুরাতত্ত্ববিদ্ রুপেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়ের বলা কথা— "নদীর তীর ঘেঁষা উর্বর এই ভূমিখন্ডে একটি সু-প্রাচীন কৃষিভিত্তিক সভ্যতার জন্ম হয়েছিল, তারও বহুশতক পরে দামোদরের ধারে হাজার বছর আগে এমনই কোন মাঘের শুক্লপক্ষে যখন দীপশিখা থাকে নিষ্কম্প, হয়তো কোন দুই সন্ন্যাসী ভূমিস্পর্শ মুদ্রায় উপবিষ্ট থেকে বুদ্ধমূর্তির সামনে বসে এই কক্ষটিতে বিদ্যাচর্চা করেছিলেন।

হু-হু করা গাড়ীর গতির সাথে পাল্লা দিয়ে মন চলে যাচ্ছিল, ইতিহাসের ঘেরা টোপে। বলতে ইচ্ছা করছিল 'হে ইতিহাস, আড়ালে থেকেনা, উদ্ভাসিত হও 'অল্ ইণ্ডিয়া ফেডারেশনের কর্মকুশলতায়। তুলে দাও স্থির মশালের মত আলো আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের হাতে।"

(প্রতিবেদক— শ্রীমতি সাধনা বড়ুয়া)

৬ষ্ঠ বর্ষের 'বৌদ্ধ বিদ্যা শাস্ত্র অধ্যয়ন' কর্মশালা সুসম্পন্ন

পন্ডিত ধর্মাধার ওয়েলফেয়ার সোসাইটির উদ্যোগে ২০১৬ সাল থেকে প্রতিবছর (কোভিড মহামারীর কারণে ২০২০ ব্যতীত) একমাসব্যাপী (প্রতি শনিবার ও রবিবার) "বৌদ্ধ বিদ্যা শাস্ত্র অধ্যায়ন"-এর কর্মশালা আয়োজন করা হচ্ছে। বিগত ২০ই আগষ্ট ২০২২ থেকে ১১ই সেপ্টেম্বর ২০২২ আন্তর্জালিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এই কর্মশালা সুসম্পন্ন হয়। বিশিষ্ট বৌদ্ধ পন্ডিত, প্রাজ্ঞ ভিক্ষু এবং কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়-এর অধ্যাপকরা বিশেষজ্ঞ বক্তারূপে এই কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন।

"পন্ডিত ধর্মাধার ওয়েলফেয়ার সোসাইটি" এই কর্মশালা সংগঠনের মধ্যে দিয়ে প্রধানত দুটি লক্ষ্য পূরণে স্বচেষ্ট হয়। প্রথমত, পন্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবিরের জন্মতিথি পালন উপলক্ষ্যে এই বিদ্যাচর্চা, তার প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন। দ্বিতীয়ত, থেরবাদী বুদ্ধচর্চায় "ত্রৈমাসিক বর্ষাবাস" অর্থাৎ আষাঢ়ী পূর্ণিমা থেকে আশ্বিনী পূর্ণিমা অত্যন্ত পবিত্র সময়রূপে চিহ্নিত, সুতরাং এই সময়ে "বৌদ্ধ বিদ্যা চর্চা" বিষয়ক আলোচনা পূণ্যার্জনের অন্যতম পন্থা, এই বিশ্বাসের প্রতি সম্মাননা জানিয়ে সংশ্লিষ্ট কর্মশালার আয়োজন।

উক্ত কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী বিশেষজ্ঞ প্রাজ্ঞ ভিক্ষু এবং শিক্ষক-শিক্ষিকা মন্ডলী এবং তাঁদের আলোচিত বিষয়সমূহ নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হলো—

তারিখ	বিষয়	শিক্ষক/শিক্ষিকা
প্রথম দিন (২০/০৮/২০২২)	"বুদ্ধের শিক্ষায় পরিবেশ রক্ষা"	ড. বন্দনা মুখার্জী এশিয়াটিক সোসাইটি
দ্বিতীয় দিন (২১/০৮/২০২২)	" বৌদ্ধ প্রতীক সমূহের মর্ম এবং তাৎপর্য"	শ্রী অনুপ বড়ুয়া বিদর্শন শিক্ষক
তৃতীয় দিন (২৭/০৮/২০২২)	"প্রতিসন্ধি চিত্ত ও বৌদ্ধকার্যকারণবাদ"	ড. দীপেন বড়ুয়া হংকং বিশ্ববিদ্যালয়
চতুর্থ দিন (২৮/০৮/২০২২)	"পালি শিক্ষার মাত্রা সমূহ"	ড. প্রফুল্ল গডপাল লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়
পঞ্চম দিন (০৩/০৯/২০২২)	"বুদ্ধের ধম্মে করুণা"	অধ্যাপক রামনক্ষত্র প্রসাদ নবনালন্দা মহাবিহার
ষষ্ঠ দিন (০৪/০৯/২০২২)	"বুদ্ধের শিক্ষায় মানবাধিকার"	ড. সহেলী দাস কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
সপ্তম দিন (১০/০৯/২০২২)	"বুদ্ধের ধর্মে কর্মতত্ত্ব"	ড. তাপস বড়ুয়া প্রযুক্তিবিদ এবং বৌদ্ধ গবেষক
অষ্টম দিন (১১/০৯/২০২২)	"বৌদ্ধ তীর্থস্থান সমূহের উৎস এবং বিকাশ তথা মগধের স্বল্প পরিচিত বৌদ্ধ প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান"	ড. অরুণ কুমার যাদব নবনালন্দা মহাবিহার

নিখিল ভারত বাঙালি বৌদ্ধ সংগঠনের ২০২২-২০২৫ কার্যকালের কর্মসমিতি গঠন

"নিখিল ভারত বাঙালি বৌদ্ধ সংগঠন" তথা All India Federation of Bengali Buddhists-এর ২০২২-২০২৫ কার্যকালের জন্য ২৭ জন সদস্য বিশিষ্ট "সাধারণ পরিষদ" এবং ২১ জন সদস্য বিশিষ্ট কার্যকারী কমিটি বিগত সাধারণ সভায় গঠিত হয়। এব্যতীত ৯ জন বরিষ্ট সদস্যকে নিয়ে গঠিত হয় পৃষ্ঠপোষক মন্ডলী।

পৃষ্ঠপোষক মন্ডলীর সদস্যগণ

ড. ব্রহ্মান্ড প্রতাপ বড়ুয়া—	প্রধান পৃষ্ঠপোষক
ক্যাপ্টেন ক্ষিতীশ রঞ্জন বড়ুয়া—	বরিষ্ঠ পৃষ্ঠপোষক
শ্রী জয়দত্ত বড়ুয়া—	,,
শ্রী অমূল্য রঞ্জন বড়ুয়া—	,,
শ্রী দীপক কুমার বড়ুয়া—	পৃষ্টপোষক
শ্রী ধ্রুবজ্যোতি বড়ুয়া—	,,
অ্যাডঃ অরুণ বড়ুয়া	,,
শ্রী পিনাকী বড়ুয়া	,,
শ্রী বিনয় ভূষণ বড়ুয়া	,,

কার্যকরী কমিটির সদস্যবৃন্দ

শ্রী দীপক কুমার চৌধুরী (ট্যাংরা)	সভাপতি
শ্রী আশিস বড়ুয়া (গড়িয়া)	সহসভাপতি
শ্রী আশিস বড়ুয়া (পটারি রোড)	,,
শ্রী অনাদি রঞ্জন বড়ুয়া (সল্টলেক)	,,
শ্রী উদয় বড়ুয়া (পটারী রোড)	,,
ড. সুজিত কুমার বড়ুয়া (নিউটাউন)	সাধারণ সম্পাদক
শ্রী সত্যজিৎ বড়ুয়া (নিউটাউন)	সম্পাদক
শ্রীমতি কাজরী বড়ুয়া (পটারী রোড)	,,
শ্রী সুপ্রিয় বড়ুয়া (পটারী রোড)	,,
শ্রী নবারুণ বড়ুয়া (রামপুর)	,,
শ্রী আশিস বড়ুয়া (হাজরা বাগান)	কোষাধ্যক্ষ
শ্রী সুজিত কুমার বড়ুয়া (পটারী রোড)	সহ সম্পাদক
শ্রীমতি সংগীতা বড়ুয়া (হাজরা বাগান)	,,
শ্রী দিলীপ সিংহ (বেদিয়াপাড়া)	,,

সদস্যবৃন্দ

শ্রীমৎ বুদ্ধরক্ষিত মহাস্থবির (পটারী রোড), শ্রী শুভাশীস বড়ুয়া (রাজচন্দ্রপুর), শ্রী সজল বড়ুয়া (টালিগঞ্জ), শ্রী রাহুল বড়ুয়া (মধ্যমগ্রাম), শ্রী তপন মুৎসুর্দী (মালবাজার), শ্রী অনুপম বড়ুয়া (দমদম ক্যান্ট), শ্রীমতি রীতা বড়ুয়া (পটারী রোড)।

'সাধারণ পরিষদ'-এর অন্যান্য সদস্যগণ

শ্রী রনজিত কুমার বড়ুয়া (খড়দহ), শ্রীমতি সুষমা বড়ুয়া (তেঘরিয়া) শ্রীমতি সঙ্ঘমিত্রা চৌধুরী (বেলুড়), শ্রী জয়ন্ত বড়ুয়া (দিল্লী), শ্রীমতি সাধনা বড়ুয়া (দমদম), শ্রী পার্থ বড়ুয়া (দমদম ক্যান্ট)।

ফেডারেশন বার্তা'র কর্মসমিতি

প্রধান উপদেষ্টা—ড. ব্রহ্মাণ্ড প্রতাপ বড়ুয়া, **সম্পাদক**—শ্রী আশিস বড়ুয়া, **সহ-সম্পাদক**—শ্রী নবারুন বড়ুয়া, **সদস্যবৃন্দ**—শ্রী অমূল্য রঞ্জন বড়ুয়া, শ্রীমতি রীতা বড়ুয়া, শ্রী শুভাশীষ বড়ুয়া, শ্রীমতি সঙ্গীতা বড়ুয়া।

প্রকাশক—ড. সুজিত কুমার বড়ুয়া

(সাধারণ সম্পাদক, নিখিল ভারত বাঙালি বৌদ্ধ সংগঠন)

ফেডারেশনের উদ্যোগে স্বাধীনতার ৭৫তম বর্ষ উদ্‌যাপন

বিগত ১৫ই আগস্ট ২০২২ (সোমবার) নানাবিধ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার ৭৫তম বর্ষ স্মরণ করা হলো ফেডারেশনের উদ্যোগে। উক্ত দিন সকালে পটারী রোডস্থ "বিদর্শন শিক্ষা কেন্দ্র"র প্রাঙ্গনে ত্রিবর্ণ রঞ্জিত ভারতের জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়। পতাকা উত্তোলন করেন কেন্দ্রের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ বুদ্ধরক্ষিত মহাস্থবির। মধ্যাহ্নে Indian Museum (Ministry of Culture, Govt of India) এর সঙ্গে যৌথভাবে কলকাতাস্থ সেলিমপুর রোড (মাউন্ট রোড) এলাকায় অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে খাদ্য ও শিক্ষা সামগ্রী বন্টন করা হয়। স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে উক্তদিন সন্ধ্যায় একটি আন্তর্জালিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয় ফেডারেশনের সদস্য এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের অংশগ্রহনের মাধ্যমে।

"গুরু প্রণাম" অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ফেডারেশনের বরিষ্ট সদস্যদের সম্মাননা জ্ঞাপন

All India Federation of Bengali Buddhists-এর প্রবীন অভিভাবক শ্রদ্ধেয় ড. ব্রহ্মাণ্ড প্রতাপ বড়ুয়া মহাশয়ের শুভ জন্মদিন উপলক্ষ্যে বিগত ৪ঠা ডিসেম্বর ২০২২, রবিবার মধ্যকলকাতাস্থ "ধর্মাধার শতবার্ষিকী ভবন"-এর সভাকক্ষে সংগঠনের পক্ষ থেকে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন তথা সংগঠনের অন্যান্য বরিষ্ট সদস্যদের (শ্রী অনাদি রঞ্জন বড়ুয়া, শ্রী বিনয় ভূষণ বড়ুয়া, শ্রী রনজিত কুমার বড়ুয়া এবং অন্যান্যদের) সম্মাননা জ্ঞাপন করা হয়। অনুষ্ঠানে পৌরহিত্য করেন ফেডারেশনের সভাপতি শ্রী দীপক কুমার চৌধুরী। গানে-আবৃত্তিতে-কথায় সদস্যগণ ড. বড়ুয়া এবং অন্যান্য গুরুজনদের অবদান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন। সম্মাননার প্রত্যুত্তরে বরিষ্ট সদস্যগণ ফেডারেশনে দীর্ঘ প্রায় ৫০ বছরের পরিক্রমার বিভিন্ন ঘটনাসমূহ তুলে ধরেন এবং বর্তমানে যে সকল কার্যক্রমের মাধ্যমে সংগঠন সমাজের সকল অংশের মানুষের জীবনের মানোন্নয়নে প্রয়াসী হয়েছে, সে বিষয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেন। একই সঙ্গে তাঁরা এই আশা ব্যক্ত করেন যে মানবকল্যানের বিবিধ ধারায় ফেডারেশন আগামীতে আরও বড় ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হবে।

All India Federation of Bengali Buddhists-এর ৪৭তম বার্ষিক সাধারণ সভা—

বিগত ১২ই নভেম্বর ২০২২ শনিবার অপরাহ্নে ৫০/আর/১-এ পন্ডিত ধর্মাধার সরণী (পটারী রোড), কলকাতা ১৫, ঠিকানার সংগঠনের নিজস্ব অফিসে "নিখিল ভারত বাঙালি বৌদ্ধ সংগঠন" তথা All India Federation of Bengali Buddhists-এর ৪৭তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ২০২১-২০২২ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন এবং ২০২১-২০২২ অর্থবর্ষের আয়-ব্যয়ের পরীক্ষিত হিসাব পেশ তথা অনুমোদিত হয়। এ ব্যতীত বাংলাভাষী বৌদ্ধদের নানাবিধ সমস্যা যথা, সরকার প্রদত্ত শংসাপত্র প্রাপ্তি সম্পর্কিত সমস্যা, যুবক-যুবতিদের বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনে অসুবিধা প্রমুখ নানাবিধ বিষয় সভায় আলোচিত হয়। কোভিট ২০১৯ মহামারিজনিত কারণে শারীরিক এবং আর্থিক সমস্যাগুলিও সদস্যগণ ব্যক্ত করেন। আলোচনা সাপেক্ষে স্থির হয় যে; সংগঠন আলোচিত বিষয়সমূহ সম্পর্কে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণে উদ্যোগী হবে এবং সমাধানের ক্ষেত্রে উপযুক্ত ভূমিকা নিতে প্রয়াসী হবে। এই সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে ২৭জন সদস্য বিশিষ্ট সাধারণ পরিষদ (General Council) গঠিত হয় ২০২২-২০২৫ কার্যকালের জন্য।

বড়ুয়া 'মঘ'দের সাংবিধানিক অধিকার ও অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ

ড. সুজিত কুমার বড়ুয়া

বিগত তিরিশ বছর যাবত সাংবিধানিক অধিকারকে অবলম্বন করে পশ্চিমবঙ্গে অবস্থানরত "বড়ুয়া মঘ" উপজাতি সমাজ শিক্ষায়, চাকুরীতে এবং অন্যান্য ব্যবহারিক ক্ষেত্রে বিশেষ সংরক্ষনের সুবিধা অর্জন করে আসছে। আজ তারা নিজ অধিকারের যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্নের সম্মুখীন হচ্ছেন। সংবিধান স্বীকৃত সংরক্ষনের অধিকার নানাবিধ জটিলতায় আজ আবর্তিত।

বিগত শতাব্দীর নয়ের দশকের শুরু থেকে অর্থাৎ ১৯৮৯-১৯৯০ সাল থেকে পশ্চিমবঙ্গে অবস্থানরত "মঘ" উপজাতির অন্যতম শ্রেণী বা গোষ্ঠী "বড়ুয়া মঘ" বা "মারমাগ্রী মঘ" অংশের মানুষজন যাঁরা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী বাংলাভাষী এবং যাঁদের পদবী বড়ুয়া, মুৎসুদ্দী, তালুকদার, চৌধুরী, সিংহ তারা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আদেশনামার ভিত্তিতে বিভিন্ন বি.ডি.ও এবং এস.ডি.ও অফিসের মাধ্যমে তপশিলী মঘ উপজাতিরূপে শংসাপত্র পেয়ে আসছে। বিভিন্ন সময়ে তাঁদের এই শংসাপত্র পাওয়ার প্রক্রিয়ায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির প্রচেষ্টা হয়েছে। কিন্তু ন্যায়-নীতি সত্য তথ্যভিত্তিক প্রমান এবং যুক্তির সাহায্যে তাঁরা সেই বাধাকে দূরীভূত করেছেন। মাঝে ১৯৯৭ এবং ১৯৯৯ সালে সরকার দ্বারা এই শংসাপত্র অনুমোদন প্রক্রিয়া প্রতিহত হয়েছিল, যদিও বা কলিকাতা হাইকোর্টের মহামান্য বিচারকদের নির্দেশে ২০০২ সাল থেকে সেই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হয় এবং পরবর্তীতে ধারাবাহিকভাবে শংসাপত্র পাওয়ার ক্ষেত্রে কোন প্রকার অসুবিধার কথা জ্ঞাত হয়নি। লক্ষ্যনীয় বিষয় হলো শংসাপত্র পাওয়ার শুরুর দিন থেকে নানাবিধ প্রতিকূল পরিস্থিতিতে All India Federation of Bengali Buddhists এই ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের জন্য একনিষ্ঠ সেবকরূপে দ্বায়িত্ব পালন করে আসছে।

সাম্প্রতিক সরকারি দপ্তরে নতুনভাবে এই সংরক্ষণ নিয়ে প্রশ্ন ওঠায় বর্তমানে উদ্ভুত সংকট, ভিন্ন মাত্রার এবং বহুমুখী। প্রথমত এস.ডি.ও চুঁচড়া সদর দপ্তরের বিগত অক্টোবর/নভেম্বর ২০২২ সালে এক নির্দেশনামার দ্বারা ব্যান্ডেল, চুঁচড়া এবং সন্নিহিত অঞ্চলের "বড়ুয়া মঘ" উপজাতির যুব সমাজের প্রায় সকলকে তাঁদের শংসাপত্র সংশ্লিষ্ট অফিসে জমা দেওয়ার এবং তাঁদের এস.ডি.ও সাহেবের কাছে শুনানির জন্য উপস্থিত হতে আদেশ দেওয়া হয়। তদানুসারে নভেম্বর ২০২২ থেকে ফেব্রুয়ারী ২০২৩ এর মধ্যবর্তী সময়ে প্রায় সত্তরজন যুবক-যুবতীর শংসাপত্র সংশ্লিষ্ট অফিসে জমা পড়ে এবং শুনানির সময় মঘ উপজাতিদের নানাবিধ সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান সংস্কৃতি ইত্যাদি সম্পর্কে প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়। বিষয়টি ফেডারেশনের দৃষ্টিগোচর হওয়ায়, সংগঠনের পক্ষ থেকে এস.ডি.ও. সাহেবকে ১২ই ডিসেম্বর ২০২২ পত্রদ্বারা এ বিষয়ে বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করা হয় এবং তাঁর সাক্ষাৎ প্রার্থনা করে অনুরোধ রাখা হয়। পরবর্তীতে আরও একটি পত্র মাননীয় জেলশাসক মহাশয়ের কাছে অনুরূপভাবে প্রেরণ করা হয়। অতঃপর ফেডারেশনের প্রতিনিধিবৃন্দ বিগত ২০শে জানুয়ারী ২০২৩ মাননীয় এস.ডি.ও. সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁকে বিষয়ের গুরুত্ব এবং "বড়ুয়া মঘ" উপজাতি সম্প্রদায়ের শংসাপত্র পাওয়ার আইনি বৈধতা নিয়ে সবিস্তারে অবগত করা হয়। বিগত ৭ই ফেব্রুয়ারী ২০২৩ এস.ডি.ও. চুঁচড়া সদর স্বাক্ষরিত এক ORDER SHEET এর মারফত আমরা জানতে পারি যে, "বড়ুয়া মঘ" উপজাতিদের সম্পর্কে ফেডারেশনের যুক্তি সমূহে তিনি সম্মতি দিচ্ছেন, কিন্তু তাঁর প্রশ্ন ত্রিপুরার "মঘ" উপজাতিভুক্ত বড়ুয়া পদবীধারী মানুষদের সম্পর্কে গৌহাটি হাইকোর্টের ত্রিপুরা বেঞ্চ এবং সুপ্রিম কোর্টের যে সকল নির্দেশাবলী রয়েছে সেসকল পশ্চিমবঙ্গের "বড়ুয়া মঘ" উপজাতির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কিনা। বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করে ফেডারেশন শ্রী জয়দত্ত বড়ুয়া, অ্যাডভোকেট অরুন বড়ুয়া, শ্রী দীপক বড়ুয়া (শ্যামনগর) এবং অন্যান্যদের উপস্থিতিতে বিগত ১৪ই মার্চ ২০২৩ মাননীয় এস.ডি.ও. সাহবের অফিসে তাঁর সঙ্গে দেখা করেন এবং এ বিষয়ে সবিস্তারে মৌখিক এবং লিখিত বক্তব্য পেশ করেন। অতঃপর ১৭ই এপ্রিল ২০২৩ এস.ডি. সাহেবের চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের মাধ্যমে অর্থাৎ ORDER SHEET-এ আমরা জ্ঞাত হই যে— আমাদের বক্তব্যের সমর্থনে তাঁর রায় প্রদান করেছেন এবং যাঁদের শংসাপত্র জমা রাখা হয়েছিল তা ফেরত দেওয়ার নির্দেশ দেন। এমতাবস্থায় আশাকরা যায় যে বর্তমান সংকট কিছুটা প্রশমিত হলো। কিন্তু সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে ভবিষ্যতে আবারও অবস্থার অবনতি হতে পারে।

দ্বিতীয়ত বিগত অক্টোবর ২০২২ সালে কলকাতা হাইকোর্টের এক মামলার শুনানীর পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের নজরে আসে যে, ২০১৬ সালের এস.এস.সি. পরীক্ষার অন্তর্গত শরীরশিক্ষা এবং কর্মশিক্ষায় যে সকল শিক্ষক-শিক্ষিকা নির্বাচিত হয়েছেন তাদের মধ্যে ৫৫ জন তফশিলী উপজাতির নির্বাচিত প্রার্থীর নামে ভুয়ো শংসাপত্র ব্যবহারের অভিযোগ ওঠে। উক্ত ৫৫ জনের মধ্যে দুজন বড়ুয়া পদবীধারী শিক্ষিকা ও আছেন। বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করে ফেডারেশনের পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট দুজনের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয় এবং তাদের স্বপক্ষে কলকাতা হাইকোর্টে ফেডারেশন বিশিষ্ট আইনজীবিকে নিযুক্ত করে। বিগত ২২শে ডিসেম্বর ২০২২, ২৫শে জানুয়ারী ২০২৩, ১৩ই ফেব্রুয়ারী ২০২৩ এবং ২৩শে ফেব্রুয়ারী ২০২৩ পরপর চার-পাঁচ দিন আমাদের প্রার্থীরা এবং ফেডারেশনের সদস্যরা হাইকোর্টে হাজিরা দেন। প্রার্থীদের শংসাপত্র সংশ্লিষ্ট এস.ডি.ও'র অফিস থেকে উপযুক্ত ভাবে যাচাই হয়ে "আসল" বা "অকৃত্রিম" ঘোষণার পরে প্রার্থীদের হাইকোর্টে উপস্থিতি রদ করা হয়েছে। বর্তমানে আমাদের আর কলকাতা হাইকোর্টে হাজির দেওয়ার প্রয়োজন হচ্ছে না। যদিও মহামান্য হাইকোর্টের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এখনও কার্যকরী হয়নি।

সামগ্রিকভাবে বিশ্লেষণ করলে অনুভূত হয় বর্তমান পরিস্থিতি অত্যন্ত অনিশ্চয়তার মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গে "বড়ুয়া মঘ" উপজাতির শংসাপত্র প্রাপ্তির এবং প্রাপ্ত সুবিধাসমূহ আগামী দিনে বজায় রাখার জন্য নিরন্তর প্রয়াস আমাদের চালাতে হবে। এস.ডি.ও. চুঁচড়া যে চূড়ান্ত রায় দিয়েছেন, সেই পরিপ্রেক্ষিতে আগামী দিনে নতুন কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয় কিনা তা আমাদের সকলকে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে লক্ষ্য করতে হবে। জটিলতা আরও গভীর হলে হয়তোবা আমাদের আরও সুচিন্তিতভাবে নির্দিষ্ট দিক নির্দেশনা স্থির করার প্রয়োজন হয়ে পড়বে। তবে আশার কথা এই কঠিন পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে সমাজের সকল অংশের মানুষ All India Federation of Bengali Buddhists-এর পাশে আছেন। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ভবিষ্যতে সকল বাধাকে আমরা পরাভূত করতে পারবো, এই আশা পোষণ করা যায়। বর্তমান সময়ে শ্রী জয়দত্ত বড়ুয়া মহাশয়ের অক্লান্ত পরিশ্রম এবং ধারাবাহিক সুপরামর্শ এবং অ্যাডভোকেট অরুণ বড়ুয়ার আইনি উপদেশসমূহ আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতায় আবদ্ধ করেছে। তাঁদের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধাপূর্ণ নমস্কার জানাই। এছাড়াও অন্যান্য সকলে বিভিন্ন সময়ে সুপারামর্শ দিয়ে এবং বিভিন্ন আদালত ও সরকারী দপ্তরে আমাদের সঙ্গে উপস্থিত থেকে আমাদের এই সংগ্রামকে প্রেরণা জুগিয়েছেন, ফেডারেশন তাঁদের সকলের প্রতিও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছে।

বাবাসাহেব ড. বি. আর. আম্বেদকরের স্মরণ অনুষ্ঠানে ফেডারেশনের অংশগ্রহণ

বিজ্ঞানের আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন গবেষণা কেন্দ্র Indian Association for the Cultivation of Science আয়োজিত বাবাসাহেব ড. বি. আর. আম্বেদকরের স্মরণে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বিগত ১৪ই ডিসেম্বর ২০২২ ফেডরেশনের সাধারণ সম্পাদক বিশেষ বক্তারূপে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানের উদ্বোধক ছিলেন উক্ত সংস্থার ডিরেক্টর ড. তাপস চক্রবর্তী। ফেডাশেনের সাধারণ সম্পাদক তার বক্তৃতায় বাবাসাহেবের জীবনের বিভিন্ন সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক অবদান বিশদে ব্যক্ত করেন। ভারতের সংবিধান রচনায় বাবাসাহেবের ভূমিকা এবং দেশ স্বাধীনতার ৭৫ বৎসরে তার সুফল আলোচনায় বিশদে চর্চিত হয়।

সমাজবিজ্ঞানী-সাহিত্যিক শ্রী নীতিশ বিশ্বাস কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আম্বেদকর পুরস্কারে পুরস্কৃত

সামাজিক আন্দোলন, সাহিত্য-শিক্ষা-সংস্কৃতি এবং সমাজ সেবার ক্ষেত্রে বিশেষ আবেদনের জন্য শ্রী নীতিশ বিশ্বাস মহাশয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সম্মানীয় "আম্বেদকর পুরস্কারে"-এ ভূষিত হয়েছেন। এই উপলক্ষ্যে বিগত ৫ই ডিসেম্বর, ২০২২ বিশ্ববিদ্যালয়ের "সেনেট হল"-এ ভারতরত্ন ড. বি. আর. আম্বেদকরের স্মরণে এক আলোচনা সভায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক (ড.) আশিস কুমার চট্টোপাধ্যায় শ্রী নীতিশ বিশ্বাসের হাতে পুরস্কার তুলে দেন। উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের নিবন্ধক অধ্যাপক (ড.) দেবাশীস দাস, বাণিজ্য বিভাগের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক (ড.) এস. এস. সাহা, শিক্ষাবিদ শ্রী মেঘনাথ হালদার, সাহিত্যিক শ্রীমতি কল্যানী ঠাকুর প্রমুখ।

পুরস্কার পেয়ে শ্রী নীতিশ বিশ্বাস বলেন— এ আমার জীবন সাধনার স্বীকৃতি। আর যেহেতু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জয়েন্ট রেজিস্টার হিসেবে প্রায় ১২ বছর "আম্বেদকর জয়ন্তী"-র আয়োজক ছিলাম। সুতরাং এটি আমার কাছে অন্যমাত্রায় সম্মাননা।

আমাদের আবেদন

(ক) বুদ্ধ পূর্ণিমাকে N. I. Act -এর আওতাভুক্ত জাতীয় ছুটি হিসাবে কেন্দ্রীয় সরকার ঘোষণা করুক।

(খ) পশ্চিমবঙ্গে উৎখনিত বৌদ্ধ প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান সমূহের উৎখনন কার্য পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব দেওয়া হউক ''Archaeological Survey of India''-কে।

(গ) সরকারকৃত জনগণনায় পশ্চিমবঙ্গে বৌদ্ধ জনগণের সঠিক পরিসংখ্যান প্রতিফলিত হয়নি। আমাদের আবেদন আগামী জনগণনায়, বাঙালী বৌদ্ধদের সঠিক ধর্মীয় পরিচয় ও 'মঘ' উপজাতি পরিচয় নথিবদ্ধ করা হউক।

(ঘ) বিহার সরকারের ''The Bodh Gaya Temple Act''—1949 অবিলম্বে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা হউক এবং 'মহাবোধি মহাবিহার' বুদ্ধ বিহারের পরিচালনাভার বৌদ্ধদের উপর ন্যস্ত হউক, তথা Management Committee-র Chairman বৌদ্ধদের মধ্যে হতে নির্বাচিত করা হউক।

(ঙ) পশ্চিমবঙ্গে বাংলাভাষী বৌদ্ধদের 'তপশিলী উপজাতি' (ST-Magh) শংসাপত্র প্রদানে সরকারি কর্মী দ্বারা অযথা হয়রানি বন্ধ হউক এবং শংসাপত্র প্রদান প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হউক।

(চ) সংখ্যালঘুদের জন্য কল্যাণমূলক সরকারি উদ্যোগে বৌদ্ধদের প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি/সমস্যাগুলি গুরুত্বসহকারে গ্রহণ করা হউক।

"আমাদের কন্যা"

১। **পাত্রী :** গড়িয়া নিবাসী, এম.এ. বি.ই.ডি. সরকারি, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা, উচ্চতা-৫'৫" , দূরভাষ : 9836548282।

২। **পাত্রী :** হাওড়া নিবাসী, মাধ্যমিক, উচ্চতা-৫'১", সঙ্গীতে পারদর্শী। দূরভাষ : 8420340686।

৩। **পাত্রী :** সুকান্ত পল্লী নিবাসী, বি.এ., বয়স-৩৭, উচ্চতা-৫'৩", রং ফর্সা, দূরভাষ : 9433806800।

৪। **পাত্রী :** বয়স ২৮, উচ্চতা-৫'৫", যোগ্যতা, বি.কম., দুর্গাপুর নিবাসী। দূরভাষ : 9800678720।

৫। **পাত্রী :** গড়িয়া নিবাসী, MBBS ডাক্তার, বয়স-৩১, উচ্চতা-৫'৩", ফর্সা। দূরভাষ : 9330281073 (সকল ৮-১১টার মধ্যে)।

৬। **পাত্রী :** চাকদা-নদিয়া নিবাসী রেলওয়েতে ড্রাইভার, বয়স ২৭+ উচ্চতা-৫'৪"। দূরভাষ : 9432437856।

৭। **পাত্রী :** কলকাতা নিবাসী, বয়স-২৭, উচ্চতা-৫'২", NIFT Graduate, বেসরকারী সংস্থায় কর্মরত, দূরভাষ : 9830261490।

৮। **পাত্রী :** MA, B.Ed, শিলিগুড়ি, বয়স- ৩০, দূরভাষ : 947558546।

৯। **পাত্রী :** B.Sc, উচ্চতা-৫'৪", বয়স-২৯, ইছাপুর, দূরভাষ : 9433242569।

১০। **পাত্রী :** কলকাতা নিবাসী M.Sc., বয়স-২৪, উচ্চতা-৫'৪", দূরভাষ : 9231385090।

১১। **পাত্রী :** জামসেদপুর নিবাসী, M.Com., বয়স-৩১, উচ্চতা-৫'২", বেসরকারি স্কুলের শিক্ষিকা, দূরভাষ : 9609841547।

১২। **পাত্রী :** সোদপুর নিবাসী, B.A., বয়স-২৮, উচ্চতা-৫'২", উজ্জ্বল বর্ণ, দূরভাষ : 9477673563।

১৩। **পাত্রী :** শ্যামনগর নিবাসী, MBBS, MD. (পাঠরতা), বয়স-২৭, উচ্চতা-৫'৩", দূরভাষ : 9830627692।

১৪। **পাত্রী :** ইছাপুর নিবাসী, B.Sc.(H), Asst. Manager SBI, বয়স-৩১, উচ্চতা-৫'১", দূরভাষ : 8902051061।

১৫। **পাত্রী :** মধ্যমগ্রাম নিবাসী, B.Sc.(H) Geography, বয়স-২৫, উচ্চতা-৫'৩", দূরভাষ : 6289520513।

১৬। **পাত্রী :** সাঁতরাগাছি নিবাসী, M.Sc., বয়স-২৯, উচ্চতা-৫'৩", FCI-তে কর্মরতা, দূরভাষ : 8017674478।

১৭। **পাত্রী :** রিষড়া নিবাসী, বয়স-৩০, উচ্চতা-৫'৪", দূরভাষ : 9830504664।

"আমাদের পুত্র"

১। **পাত্র :** গড়িয়া নিবাসী, MBA পাশ, কলকাতায় বেরসকারি সংস্থার Asst. Manager বয়স-৩৫, উচ্চতা-৫'৩", দূরভাষ : 8334870803।

২। **পাত্র :** নিবাস ময়নাগড় (New Park), কলিকাতা-১৪১, বয়স-৩০, উচ্চতা-৫'৬", M.Com., সরকারি চাকুরী। দূরভাষ : 7890991230।

৩। **পাত্র :** ময়নাগুঁড়ি নিবাসী (উত্তরবঙ্গ) B.D.O. অফিসে চাকুরিরত, বয়স-৩৩, শিক্ষা-MA, উচ্চতা-৫'৯"। দূরভাষ : 9832437370।

৪। **পাত্র :** বয়স-৩৪, উচ্চতা-৫'৭", শিক্ষা- B.Tech (JNTU, Hyderabad), বর্তমানে আমেরিকায় MBA পাঠরত। দূরভাষ : 9000666084 / 9163934609।

৫। **পাত্র :** কলকাতা নিবাসী, B.E (Civil), বয়স-৩০, উচ্চতা-৫'৪", কলকাতা পোর্ট ট্রাস্টে কর্মরত, দূরভাষ : 9874639662।

৬। **পাত্র :** রাউরকেল্লা নিবাসী, B.Tech, বয়স-৩৪, উচ্চতা-৫'৯", পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কে কর্মরত, দূরভাষ : 7847079849।

৭। **পাত্র :** শিলিগুড়ি নিবাসী, B.Com (H), সরকারি চাকুরী, বয়স-৩০, উচ্চতা-৫'৯", দূরভাষ : 9832093979।

৮। **পাত্র :** ইছাপুর নিবাসী, B.E. (শিবপুর), Asst. Manager NTPC, বয়স-২৯, উচ্চতা-৬', দূরভাষ : 8902051061।

৯। **পাত্র :** বেহালা নিবাসী, বয়স-৩০, উচ্চতা-৫'১০" , উচ্চমাধ্যমিক উত্তীর্ণ, S.E.Railway-তে কর্মরত, দূরভাষ : 9051629857, 9433572917।

১০। **পাত্র :** দমদম ক্যান্টনমেন্ট নিবাসী, MBA, বেসরকারী সংস্থার ম্যানেজার, বয়স-৪০, উচ্চতা-৫'৪" , দূরভাষ : 8910630912।

১১। **পাত্র :** চেন্নাই নিবাসী, MA, স্কুলে নৃত্য শিক্ষক, বয়স-৪২, উচ্চতা-৫'৮", বাড়ি-কালনা (পূর্ব বর্ধমান), দূরভাষ- 94749 18883।

১২। **পাত্র :** জামসেদপুর নিবাসী, MBA, বেসরকারী সংস্থার ম্যানেজার, বয়স-৩০, উচ্চতা-৫'৮" , দূরভাষ : 7783079238।

১৩। **পাত্র :** চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ তথা কানাডার স্থায়ী নাগরিক, Economics Masters & MBA, Financial Co. চাকুরীরত, সুশ্রী লম্বা ও উচ্চশিক্ষিত পাত্রী কাম্য, বয়স-৩০, দূরভাষ : 8420236669, E-mail : bbarua25@gmail.com।

১৪। **পাত্র :** ব্যাঙ্গালোরে কর্মরত SBI অফিসার, বয়স-৩৭, উচ্চতা-৬'১" , দূরভাষ : 8789954206।

বিদর্শন শিক্ষা কেন্দ্রের ৩৬তম দানোত্তম কঠিনচীবর দানোৎসব উদ্‌যাপিত

বিগত ৩০শে অক্টোবর ২০২৩ (রবিবার) মধ্য কলকাতাস্থ 'বিদর্শন শিক্ষাকেন্দ্র'র ৩৬তম দনোত্তম কঠিন চীবর দানোৎসব চিরাচরিত ভাবগম্ভীর পরিবেশে উদযাপিত হয়। উক্ত দিনের সকালবেলায় মাননীয় ভিক্ষু সংঘের উপস্থিতিতে অষ্ট পরিষ্কারসহ সংঘদানে দ্বিশতাধিক ধর্মপ্রাণ উপাসক-উপাসিকা অংশগ্রহণ করেন। অপরাহ্নের ধর্মসভা সহ কঠিনচীবর দানানুষ্ঠানে পৌরহিত্য করেন ভারতীয় সংঘরাজ ভিক্ষুমহাসভার পরমপূজ্য ষষ্ঠ সংঘরাজ শ্রীমৎ দিক্‌পাল মহাস্থবির মহোদয়। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন মহাবোধি সোসাইটি অব ইন্ডিয়ার মাননীয় সাধারণ সম্পাদক শ্রীমৎ সীবলী থেরো মহোদয়। এই উপলক্ষ্যে (শ্রী প্রতাপ চন্দ্র গিরি, ডা. শচীন্দ্রনাথ নস্কর, শ্রীমতি বাসবী বড়ুয়া, শ্রীমতি অর্চনা বড়ুয়া চৌধুরী এবং শ্রীমতি তপতী মুৎসুর্দ্দী) বিদর্শন শিক্ষা কেন্দ্রের পক্ষ থেকে ৫-জন উপাসক/উপাসিকাকে বিশেষভাবে সম্মানিত করা হয়। উক্ত দিনের সমগ্র অনুষ্ঠানকে সার্বিকভাবে সফল করার জন্য "বিদর্শন শিক্ষা কেন্দ্র"র অধ্যক্ষ শ্রীমৎ বুদ্ধরক্ষিত মহাস্থবির মহোদয় সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

"বিদর্শন শিক্ষা কেন্দ্রে দশদিনব্যাপী বিদর্শন ধ্যান শিবির"

মধ্যকোলকাতাস্থ "বিদর্শন শিক্ষা কেন্দ্রে" বিগত ১-১২ই আগস্ট ২০২২ একটি দশদিন ব্যাপী বিপস্‌সনা ধ্যান শিবির আয়োজিত হয়। ভিক্ষু, শ্রমণ এবং উপাসক/উপাসিকাসহ সর্বমোট ২৬ জন আবাসিক শিক্ষার্থী ধ্যান শিবিরে যোগদান করেন। কেন্দ্রের অধ্যক্ষ তথা বিশিষ্ট বিদর্শন ভাবনার শিক্ষক শ্রীমৎ বুদ্ধরক্ষিত মহাস্থবির শিবিরটি পরিচালনা করেন। এপ্রসঙ্গে তিনি জানান—বিদর্শন ভাবনা বিশ্বের সর্বপ্রাচীন ও সর্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যা, মানবজীবনে সুখ-শান্তি লাভের জন্য বুদ্ধ প্রদর্শিত এই ভাবনা বর্তমান সময়ে সমগ্র বিশ্বে অনুশীলিত হচ্ছে। শিবিরে অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীরা এই মত প্রকাশ করেন যে, বর্তমানে মানুষ যখন নানাবিধ মানসিক ও শারীরিক প্রতিকূলতার মধ্যে জীবনধারণ করছেন, সেই সময়ে এই ভাবনার মাধ্যমে মানুষ এক চিন্তামুক্ত সুস্থ আননন্দময় জীবন লাভ করার সম্ভাবনা উজ্জ্বল হচ্ছে।

আমরা অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে All India Federation of Bengali Buddhists-এর একটি নিজস্ব Website ২০১৬ থেকে উপস্থাপিত হয়েছে। আমাদের Website-এর বিবরণ হল **www.aifbb.org**। এখন থেকে Website-এর মাধ্যমে সংগঠনের ত্রৈমাসিক মুখপত্র 'ফেডারেশন বার্তা' এবং পাত্র-পাত্রী সম্পর্কিত সংবাদ, আগ্রহী ব্যক্তিরা সহজেই পাবেন। আমাদের প্রত্যাশা আপনাদের সকলের সহযোগিতায় উক্ত Website-এর মাধ্যমে আমরা দেশ-বিদেশের বৃহত্তর জনসমাজের সঙ্গে মৈত্রীপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনে সক্ষম হব।

এছাড়া আমাদের সংগঠনের সঙ্গে যোগাযোগ ও সংযুক্ত হওয়ার কয়েকটি মাধ্যম হল—

Call / WhatsApp number : 9433493447
Email Id : federation1973@gmail.com
Facebook Page : All India Federation of Bengali Buddhists
YouTube Channel : All India Federation of Bengali Buddhists

নিবেদন— **সদস্য/সদস্যাবৃন্দ**
নিখিল ভারত বাঙালি বৌদ্ধ সংগঠন

ভারতীয় যাদুঘরে বুদ্ধের জীবন নিয়ে ভাস্কর্যের প্রদর্শনী

কলকাতার ভারতীয় যাদুঘরে (Indian Museum) ২রা ফেব্রুয়ারী ২০২৩ থেকে বুদ্ধের জীবন নিয়ে ভাস্কর্যের এক প্রদর্শনী চললো একমাসব্যাপী। এই প্রদর্শনীটির শিরোনাম ছিল "বোধি যাত্রা"। বুদ্ধের জীবনের উল্লেখযোগ্য ঘটনাকে স্মরণ করে বিভিন্ন সময়ে তৈরী বুদ্ধমূর্তি এবং ভাস্কর্যের ৬১টি প্রত্নবস্তু নিয়ে প্রদর্শনীটি কর হয়। এই উপলক্ষ্যে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মাননীয় ভিক্ষুসংঘ বুদ্ধের মুখনিঃসৃত বাণী সূত্রাকারে পাঠ করেন। ভারতীয় যাদুঘরের ২০৯তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে এই প্রদর্শনীটি আয়োজিত বলে জানান সংস্থার শিক্ষা আধিকারিক ড. সায়ন ভট্টাচার্য। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ফেডারেশনের সদস্যগণের উজ্জ্বল উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।

আলোচনা সভা এবং সংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ঋতুরাজ বসন্তকে আহ্বান—ফেডারেশনের

গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনে বিগত ১১ই মার্চ ২০২৩ All India Federation of Bengali Buddhists-আয়োজন করেছিল এক মনোজ্ঞ আলোচনাসভা এবং সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা। 'শান্তিনিকেতন আম্বেদকর বুদ্ধিষ্ট ওয়েলফেয়ার মিশন'-এর ৩৪ ফুট বুদ্ধমূর্তি প্রাঙ্গনে সারাদিনব্যাপী অনুষ্ঠান সংগঠিত হয়েছিল দুটি পর্বে। সকালের আলোচনাসভার মূল বিষয় ছিল "অনাগারিক ধর্মপাল এবং বাবাসাহেব ড. বি. আর. আম্বেদকর" এছাড়াও বিভিন্ন পর্যায়ে আলোচিত বিষয়গুলি ছিল 'বিশ্ব দরবারে শান্তিনিকেতনের সংস্কৃতি", "বাংলা সাহিত্যের একাল সেকাল" এবং "করোনা পরবর্তী স্বাস্থ্যবিধি"। এই আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ করেন মাননীয় শ্রী পঙ্কজকুমার দত্ত, আই.পি.এস, সাহিত্যিক (ডা.) নবকুমার বসু, অধ্যাপক কিশোর ভট্টাচার্য, ডা. রাখী বসু এবং ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক ড. সুজিত কুমার বড়ুয়া। সভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি শ্রী দীপক কুমার চৌধুরী মহাশয়। সন্ধ্যার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশন করেন শ্রী জিৎ দত্ত। অতঃপর চারটি শ্রুতিনাটক যথাক্রমে— 'বিচারক' (প্রযোজনা- অভিব্যক্তি), 'তোমার আধার, তোমার আলো' (প্রযোজনা— All India Federation of Bengali Buddhists), 'রবির বৌঠান' (প্রযোজনা—বীথিবিতান) এবং 'দাহ' (প্রযোজনা— থিয়েটার প্র্যাকটিশনার্স) পরিবেশিত হয়। পরবর্তীতে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের 'সঙ্গীত ভবন'-এর ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ পরিবেশন করেন

(পরের পৃষ্ঠায় দেখুন)

বিবাহ যোগাযোগ কেন্দ্র

বাঙালি বৌদ্ধ পাত্র-পাত্রী'র জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য ও ছবি দিয়ে নাম নথিভুক্ত করুন।

যোগাযোগের সময় ঃ প্রতি শনিবার বিকেল ৪টে থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত।

ঃ স্থান ঃ

৫০আর/১এ, পণ্ডিত ধর্মাধার সরণী (পটারী রোড),
কলকাতা-৭০০ ০১৫

বিশেষ প্রয়োজনে সংগঠনের সাধরণ সম্পাদকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

ফোন নং ৯৪৩৩৪৯৩৪৪৭

ইমেল করতে পারেন ঃ federation1973@gmail.com

"চিত্রাঙ্গদা"। সবশেষে "মেঘমল্লার" নাটকটি উপস্থাপিত হয়। নাটকের নির্দেশক ছিলেন শ্রী রাজেন্দ্রপ্রসাদ মজুমদার এবং প্রযোজনা করে 'নিউ আলিপুর নাট্যমন'। সমগ্র অনুষ্ঠানই উপস্থিত দর্শক মন্ডলীর অসংখ্য সাধুবাদ অর্জন করে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ফেডারেশনের পক্ষ থেকে কলকাতায় বাইরে অনুষ্ঠান আয়োজন এবং পরিবেশনা এবারেই প্রথম। সেই অর্থে সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা এবং অতিথিবৃন্দের আপ্যায়নের ব্যবস্থা ছিল এক কথায় অনবদ্য। কলকাতা এবং জেলার থেকে ফেডারেশনের প্রায় ৩০ জুন সদস্য এই অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। এ ব্যতীত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণকারী সংগঠন সমূহের সদস্য এবং অতিথিবৃন্দ মিলে প্রায় ১১০-১২০ জন সেদিন উপস্থিত ছিলেন।

ফেডারেশনের পক্ষে অনুষ্ঠানকে সফল করার জন্য শ্রীমতি সাধনা বড়ুয়া শ্রীমতি কাজরী বড়ুয়া, শ্রী সত্যজিৎ বড়ুয়া, শ্রী সুপ্রিয় বড়ুয়া এবং শ্রী নবারুণ বড়ুয়া ধারাবাহিকভাবে দ্বায়িত্ব পালন করেছেন। ফেডারেশনের পক্ষ থেকে উপরোক্ত সকলকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়। একই সঙ্গে ফেডারেশনের অভিভাবকসম শ্রীমৎ বিনয়শ্রী মহাস্থবির মহোদয়কে তাঁর সার্বিক সহযোগিতা ও পরামর্শর জন্য শ্রদ্ধাবনতচিত্তে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হয়।

নর্থবেঙ্গল বুড্ডিস্ট সোসাইটি'র বার্ষিক সাধারণ সভা আয়োজিত

বিগত ৩০শে এপ্রিল, ২০২৩ উত্তরবঙ্গের চালসায় 'নর্থবেঙ্গল বুড্ডিস্ট সোসাইটি'র বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় আগামী তিন বছরের জন্য পনেরো জন সদস্য বিশিষ্ট কার্যকারী কমিটি এবং তেত্রিশ জন সদস্য সহ পূর্ণাঙ্গ সমিতি গঠিত হয়। সভায় সদস্যগণ পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু কমিশনের উত্তরবঙ্গ থেকে কোনো বৌদ্ধ প্রতিনিধি নির্বাচিত না হওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন। সদস্যদের মতে, রাজ্যের আশি শতাংশ বৌদ্ধজনগণ উত্তরবঙ্গে থাকা সত্তেও এই বঞ্চনা তাদের সহ্য করতে হচ্ছে।

এছাড়াও ডুয়ার্স অঞ্চল থেকে গয়াগামী সরাসরি ট্রেন না থাকায় এ অঞ্চলের বৌদ্ধরা পবিত্র তীর্থস্থান 'বুদ্ধগয়ায়' পৌছোতে নানাপ্রকার প্রতিকূলতার সম্মুখীন হচ্ছেন। বিষয়গুলি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিগোচরে আনার জন্য সংগঠনকে উদ্যোগ নেওয়ার জন্য আহ্বান করা হয়।

সবিনয় নিবেদন

এতদ্বারা সংশ্লিষ্ট সকলকে অবগত করা হচ্ছে যে, পন্ডিত ধর্মাধার সরণীস্থ (পটারি রোড, কলকাতা-১৫) "ধর্মাধার শতবার্ষিকী ভবন"-এর নির্মাণ কার্য সম্প্রতি সম্পূর্ণ হয়েছে। এই ভবনটির একাংশ ত্রিতল এবং অপরাংশ চতুর্থতল বিশিষ্ট। দূরগত যাত্রীবৃন্দ যাঁরা চিকিৎসা, তীর্থযাত্রা, পরীক্ষার্থী অথবা ভ্রমণযাত্রী তাঁদের স্বল্পকালীন অবস্থানের জন্য এই ভবনে বর্তমানে নয়টি ঘর ব্যবহারযোগ্য রয়েছে। প্রয়োজন অনুসারে আগ্রহ ব্যক্তিবর্গ এই ভবনে অবস্থানের জন্যে নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করতে পারেন।

কর্তৃপক্ষ;
পন্ডিত ধর্মাধার ওয়েলফেয়ার সোসাইটি
৫০আর/১এ, পন্ডিত ধর্মাধার সরণী (পটারি রোড)
কলকাতা-৭০০ ০১৫
মোবাইল ঃ ৮৯১৮৬৭২২৪৭ / ৯৪৩৩৪৯৩৪৪৭
ই-মেল ঃ panditdharmadharwelfaresociety@gmail.com

শোকাঞ্জলি

(ক) All India Federation of Bengali Buddhists-এর পূর্বতন সাধারণ সম্পাদক এবং বর্তমান পৃষ্টপোষক ক্যাপ্টেন ক্ষিতীশ রঞ্জন বড়ুয়া মহাশয়ের সহধর্মিনী শ্রীমতি শ্বেতা বড়ুয়া বিগত ২৭শে ডিসেম্বর ২০২২ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ৭৩-বৎসর বয়সে দিল্লীস্থ বাসস্থানে পরলোকগমন করেন। পটারী রোডস্থ "বিদর্শন শিক্ষা কেন্দ্রের" তিনি ছিলেন একজন একনিষ্ঠ উপাসিকা এবং ফেডারেশনের এক পরম কল্যাণ মিত্র। তাঁর পিতা ডা. শাক্যপদ চৌধুরী ছিলেন আমাদের সমাজের এক পুরোধা ব্যক্তিত্ব এবং পিতামহ ডা. শান্তপদ চৌধুরী ছিলেন 'বুদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভা'র সাধারণ সম্পাদক।

শ্রীমতি শ্বেতা বড়ুয়ার পুত্র শ্রী জয়ন্ত বড়ুয়া আমাদের সংগঠনের সাধারণ পরিষদের সদস্য এবং ব্যবহারিক জীবনে ভারত সরকারের আয়কর বিভাগের বরিষ্ঠ আধিকারিক।

আমরা All India Federation of Bengali Buddhists এর পক্ষ থেকে তাঁর প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলী নিবেদন করি।

(খ) বিশিষ্ট বিদর্শন সাধিকা এবং ফেডারেশনের পরম হিতৈষিণী তথা "আন্তর্জাতিক সাধনা কেন্দ্র বুদ্ধগয়া"-র কর্মসমিতির সদস্য শ্রীমতি দীপা বড়ুয়া বিগত ২৬শে নভেম্বর ২০২২ বুদ্ধগয়ায় শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছেন। তিনি ছিলেন মৃদুভাষী এবং সমাজের সকল অংশের মানুষের কাছে প্রেরণাদায়ী। ধ্যান-সাধনা এবং সদাচরণ ছিল তাঁর জীবনের মূল্যবান সম্পদ। তাঁর মাতা ছিলেন আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন বিদর্শন শিক্ষিকা শ্রীমতি ননীবালা বড়ুয়া।

All India Federation of Bengali Buddhists এর সকল সদস্যবৃন্দ তাঁর প্রতি অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করছে।

This issue of ***'Federation Barta'***
is dedicated in memory of

Late Sweta Barua

(02.08.1950 — 27.12.2022)

Fondly Remembered by

Capt. K. R. Barua (Husband)
Sri Jayanta Barua (Son)

Kolkata / Delhi

শুভেচ্ছা দান ঃ ৫ টাকা

পত্রিকা সম্পাদক ঃ শ্রী আশিস বড়ুয়া এবং "নিখিল ভারত বাঙালি বৌদ্ধ সংগঠন"-এর পক্ষে সাধারণ সম্পাদক, ড. সুজিত কুমার বড়ুয়া কর্তৃক ৫০আর/১এ, পণ্ডিত ধর্মাধার সরণী (পটারি রোড), কলকাতা-৭০০ ০১৫ হইতে প্রকাশিত ও ভেনাস প্রিন্টার্স, কলকাতা ৭০০ ০০৯ হইতে মুদ্রিত।